দৈনিক সংবাদ

MAY 15 2002

৬ ৭

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ॥ গত ৫ মাসে উপাচার্য তার কোন প্রতিশ্রুতি পালন করেননি ॥ সেশনজট বেড়েছে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর মু. মোস্তাফিজুর রহমান ৫ মাসে তার কোন প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেননি। বরং তার দায়িত্ব গ্রহণের পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও গত বছর ১২ই ডিসেম্বর বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর মু. মোস্তাফিজুর রহমানকে নিয়োগ দেয়। ক্যাম্পাসে এসে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ না করায় সকল মহলের কাছে বর্তমান উপাচার্য বিতর্কিত হয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে এক সমাবেশে অনেক প্রতিশ্রুতির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসের সময়সূচি দুপুর ২টা থেকে বাড়িয়ে বিকেল ৫টা পর্যন্ত করা, শিক্ষকদের ক্যাম্পাসে রাত ৮টা পর্যন্ত গবেষণার কাজে থাকা, শিক্ষকরা যাতে ক্লাস ফাঁকি দিতে না পারে এজন্য উপাচার্য নিজে প্রতিটি বিভাগে ক্লাস হচ্ছে কি-না ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করা, বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উন্নতমানের ক্যাফেটেরিয়া চালু করা, ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করার সুবিধার্থে অতিদ্রুত আবাসিক সমস্যার সমাধান করা, বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া, মেয়েদের হলের প্রশাসনিক পদগুলোতে পুরুষ শিক্ষকের পরিবর্তে ম্যাডামদের নিয়োগ করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকদের সুবিধার্থে ইবি প্রেসক্লাবে ফ্যাক্স সংযোগসহ ইন্টারনেট প্রদানের ঘোষণা করেছিলেন।

কিন্তু বর্তমান উপাচার্য ৫ মাসে তার কোন প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়ন করতে পারেননি। তিনি একটি বড় কাজ করেছেন, সেটা হলো— বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রশাসনিক পদে বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়েছেন। ৫ মাসে সেশনজট বৃদ্ধি পেয়েছে। উপাচার্য সুকৌশলে ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদে মাস্টার্স খোলার ফাইল দীর্ঘদিন আটকিয়ে রেখেছিলেন। অবশেষে বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক, ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে মাস্টার্স খুলতে বাধ্য হয়েছেন।

শহরের ভাড়া করা বাড়ি ছেড়ে সম্প্রতি ক্যাম্পাসে উপাচার্যের বাসভবনে উঠেছেন। উপাচার্য বাসভবনে থাকলেসপ্তাহের ৬ দিনের মধ্যে ৩ দিন ক্যাম্পাসের অফিসে আসেন না। অস্থায়ীভাবে বাসভবনে অফিস বানিয়ে নিয়েছেন। ফলে ভিসি অফিসের সকল শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নিজ অফিস ছেড়ে ভিসি বাসভবনে দৌড়াতে হয়। এছাড়া যখন-তখন তার বাসভবনে সকল দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তাদের ডেকে নিয়ে যান। ফলে প্রশাসনিক কাজ স্থবির হয়ে যায়। প্রগতিশীল প্রায় অর্ধশত শিক্ষকের পদোন্নতি সুকৌশলে আটকিয়ে রেখেছেন।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের দু'টি গ্রুপ হয়ে যাওয়ায় বর্তমান উপাচার্য সহজে কোন কাজ করতে পারছেন না। অনেক ছাত্রের অভিমত, এ পর্যন্ত ইবিতে যতজন উপাচার্য এসেছেন তাদের মধ্যে বর্তমান উপাচার্য বেশি কথা বলেন; কিন্তু কথামত কাজ করতে পারে না।